সমকাল

তারিখ 03 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

পাঠ্যপুস্তক উৎসব

এসএম খায়রুল বাসার

প্রতি বছর প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের সব শিক্ষার্থীর মধ্যে পাঠ্যপুস্তক উৎসবের দিন বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়। শুক্রবার বছরের প্রথম দিনই এ বছর বিতরণ করা হয় বই। এবার পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'নতুন বইয়ের গন্ধ শুঁকে ফুলের মতো ফুটব, বর্ণমালার গরব নিয়ে আকাশজুড়ে উড়ব'। কেন্দ্রীয়ভাবে পাঠ্যপুস্তক উৎসব শুরু হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শুক্রবার সকাল ৯টায় রাজধানীর ধানমণ্ডির গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল মাঠে। উৎসবের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। অন্যদিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বেলা ১১টায় পাঠ্যপুস্তক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় মিরপুরের ন্যাশনাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান উৎসবের উদ্বোধন করেন। কবুতর ও বেলুন উড়িয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন দুই মন্ত্রী।

এ বছর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে চার কোটি ৪৪ লাখ ১৬ হাজার ৭২৮ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজার ৭৭২টি বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। এবার নিয়ে টানা সপ্তমবার বিনামূল্যে পাঠ্যবই পেল প্রথম থেকে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা। এ ছাড়া প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর ৩২ লাখ শিক্ষার্থী পাবে তিন কোটি ২৮ লাখ আট হাজার ৫৩টি বই ও অনুশীলন খাতা। পাঠ্যপুস্তক উৎসব বিপুল পরিমাণে ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণে হয়ে থাকে, যা হয়তো বিশ্বের

অনেক দেশের মোট জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। পাঠ্যপুস্তক উৎসবকে তাই বলা যায় আমাদের সবচেয়ে বড় সর্বজনীন উৎসব। এ উৎসবকে আরও আনন্দময় করতে এর সঙ্গে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো যেতে পারে। এজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা কমিটিতে সব দলমতের শিক্ষানুরাগী, সাংস্কৃতিমনা ও অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

উৎসবের আমেজ বাড়ানোর জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট এলাকার গুণীজন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিদের এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যাতে সব দলের, সব মতের, সব শ্রেণীর মানুষ উপস্থিত থাকবে।

পাঠ্যপুস্তক উৎসবে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানোর আর একটি উপায় এই দিনে সব শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকের উপস্থিতি নিশ্চিত করা। এসব কার্যক্রম সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে সরকার বিদ্যালয়কে কিছু আর্থিক সাহায্য করতে পারে। এমনিতে বিনামূল্যে বই বিতরণ করতে সরকার প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে। পাঠ্যপুস্তক উৎসব বাংলাদেশিদের নিতান্তই নিজস্ব উৎসব হবে। তাই এই উৎসবের জন্য ব্যয় করলে প্রকারান্তরে শিক্ষার অভাবনীয় প্রসার ঘটবে।

হিসাব বলছে, ২০১০ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের মোট প্রায় ২৬ কোটি ১ লাখ ৬৮ হাজার ৭১০ শিক্ষার্থীর মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করা হয়। এটা নিঃসন্দেহে পৃথিবীতে একটা বিরল ঘটনা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে। আর বাস্তবসম্মত এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে যদি উৎসবটাকেও ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেওয়া যায় সেটাও হবে শিক্ষার জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উৎসবের ঘটনা। ১৬ কোটি বাংলাদেশির অংশগ্রহণে এই উৎসব বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বাড়াবে নিশ্চয়ই। পথ দেখাবে বিশ্বের বঞ্চিত মানুষের মাঝে শিক্ষা বিস্তারে কার্যকর উপায় হিসেবে।

অধ্যক্ষ, পল্লীমঙ্গল আদর্শ কলেজ
অভয়নগর, যশোর
kbasher74@gmail.com